যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই এবারের বইমেলা

যুগান্তর রিপোর্ট

শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই বসছে এবারের অমর একুশে বইমেলা। মেলার আয়োজক সংস্থা বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এরই মধ্যে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে আজ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ডাকা হয়েছে। বিকালে বাংলা একাডেমি সভাকক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এবারই প্রথমবারের মতো কিছু প্রতিষ্ঠানকে ৪ ইউনিটের স্টল দেয়া হবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তটি অবশ্য বাংলা একাডেমি না নিয়ে জ্ঞান ও সৃজনশীল পুস্তক সমিতি এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. শামসুজ্জামান খান বলেন, দিন দিন নতুন বই তার প্রকাশের সংখ্যা বাড়ছে। মেলায় আগ্রহী পাঠক-ক্রেতার সংখ্যাও বাড়ছে। বিপরীত দিকে একাডেমির ভেতরে এবার পরিসর কম। তাই তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মেলা আয়োজন করতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমির মূল দেয়ালের বাইরে মেলা আয়োজনের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা সতর্ক করেছে। তারা মেলার নিরাপত্তা দিকটি নিয়ে সন্দিহান। এ কারণে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মেলা আয়োজনের পরামর্শ তাদের। দুই সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০টি প্রতিষ্ঠানকে ৪ ইউনিটের স্টল দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকাশকদের দুই সংগঠনের তৈরিকৃত চার ইউনিটের জন্য তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হল— ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল), সাহিত্য প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, আগামী প্রকাশনী, অনুপম প্রকাশনী, অবসর প্রকাশন সংস্থা, সময় প্রকাশন, কাকলী প্রকাশনী, অনন্যা প্রকাশনী ও অন্যপ্রকাশ। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো রোববার স্টল ভাড়া বাবদ পে-অর্ডারও দাখিল করেছে।

তবে এটি নিয়ে কয়েক জন প্রকাশক দ্বিমত পোষণ করেছেন। এ ব্যাপারে জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ওসমান গণি বলেন, প্রকাশনা জগতে অবদান এবং নতুন বই সংখ্যা দেখে ৪ ইউনিটের সুপারিশ তারা করেছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দিন ৩ ইউনিট পাচ্ছেন তাদেরও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সীমাবদ্ধতা না থাকলে তারা আরও অনেককে ৪ ইউনিটের জন্য সুপারিশ করতেন। এবারের মেলায় অংশগ্রহণের জন্য ৩২০টি প্রকাশনা সংস্থা আবেদন করেছিল। এর মধ্যে ২৪৫টি প্রকাশনা সংস্থা এবারের মেলায় স্টল বরাদ্দ পেয়েছে।